যুগল বন্দী

একটি দশপদীসংগ্রহ

শ্রীসপ্তর্ষি বিশ্বাস শ্রীঅনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র

এই গ্রন্থের

২,৫,৮,১১,১৩,১৯,২০,২১,২২,২৩,২৪,৪২,৪৩,৪৪,৪৫,৪৬,৪৭,৫২,৫৩,৫৪,৫৫,৫৬,৬৬,৬৭,৬৮,৬৯,৭৭,৭৮,৭৯,৮০,৮১,৮২,৮৩,৯৪,৯৫,১০৯,১১০ ও ১১১ ‘র রচনাকার সপ্তর্ষি বিশ্বাসের ও বাকিগুলি অনির্বান ধরিত্রীপুত্রের। কবি চিনে নেওয়ার আরেকটি সহজ উপায়ঃ কলকাতা’ মানে অনির্বান ধরিত্রীপুত্র, বেঙ্গা□□ □□□ সপ্তর্ষি বিশ্বাস।

...ইহা, এই 'দশপদী'-নামা রূপবন্ধটি, একটি যে অভিনব সৃষ্টি, তাহা সকলেই বোধহয় স্বীকার করিবেন। আজ, এখনই, যদি না ও করিতে পারেন কেহ-কেহ, আপন স্বভাবসংগত কোন সংশয়, সতর্কতা বা দুর্মর কোন সংকোচবশত, তবু একদিন, নিশ্চয়ই করিবেন। কালের ধুলা, যখন অপসারিত হইয়া যাইবে একেবারে। এই দুই দশপদীকারকেও, সঙ্গে লইয়া। উপরের বক্তব্যটিকে, তাঁহাদের আত্মপ্রশংসা বা আত্মবিজ্ঞপ্তি বলিয়া ভুল করিবার, আর কোন কারণই যখন রহিবে না কোথাও।

...আবহমান বাঙ্গালা কবিতার পদপ্রান্তে, এই রহিল আমাদিগের একটি অন্তিম অঞ্জলি। 'অন্তিম' এই অর্থে, যে এইরূপ একটি নূতন সৃষ্টিকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য, দেহধারী মানবের অতিসংক্ষিপ্ত জীবনকাণ্ডে, নিত্য-নিত্য ঘটে না। একটি গোটা জীবন, বা হয়ত অনেকগুলি জীবন— অনেকগুলি জন্ম-জন্মান্তর— সৌন্দর্য ও সংগীতের ধ্যানে অতিবাহিত করিতে পারিলে, তবেই — এইরূপ একেকটি অভিনব রূপবন্ধ — রূপদক্ষ কবি ও শিল্পীর লেখনীতে, তুলিকায়, কণ্ঠে — সহসা মূর্তি লইয়া ধরা দেয় —যাহা, বস্তুত, একটি অতিবিরল ভাগ্যেরই কথা।

...রূপ, বা রূপবন্ধ, যে কোন বাহিরের জিনিষ নহে, পরন্তু অতি ভিতরের সামগ্রী, অতি গহনের ধন; ইহা অবশ্য, সকলে হয়ত বুঝিবেন না ঠিক। যিনি বুঝিবেন না, তিনি এই আবিষ্কারটির, আবির্ভাবটির, প্রকৃত মূল্যটিও, বুঝিবেন না কোনদিন। আর বুঝিবেন যিনি, সেই যথার্থ রসবোদ্ধা— দূর হইতেই আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবেন, আমাদিগকে চুম্বন করিবেন, আমাদিগের মস্তক আঘ্রাণ করিবেন। আমরাও, এই দশপদীগুলির দ্বারাই — তাঁহাকে পুরুষোত্তমেরই প্রতিনিধি জানিয়া - প্রণাম করিতেছি, আলিঙ্গন করিতেছি, চুম্বন করিতেছি। অহো, আমাদিগের এই সৌভাগ্য - এই মিলনবিচ্ছেদলীলা — কী অফুরান।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

যুগল বন্দী

একটি দশপদীসংগ্রহ

শ্রীসপ্তর্ষি বিশ্বাস ও শ্রীঅনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র

প্রণীত

অনুবর্তন

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

'Yugal Bandi' (Two Prisoners-cum-Praisers), a collection of ten and hundred decametric compositions in Bengali by Shree Saptarshi Biswas (b. 1972 A.D.) and Shree Anirban Dharitriputra (b. 1959 A.D.)

সর্বস্বত্ব অসংরক্ষিত

রচনাকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ - আষাঢ় ১৪১৭ (মে ২০০৯ - জুলাই ২০১০)
প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৪১৭/ অগস্ট ২০১০

প্রকাশনা : শ্রীইন্দ্রাণী অনির্বাণ
অনুবর্তন প্রকাশনী
সি ২৬/৫ ও ৬, কালিন্দী, কলিকাতা - ৭০০ ০৮৯
দূরভাষ : ২৫২২ ৭১০৯ (সকাল ৯টা - ১২টা)

গ্রন্থনা : শ্রীগৌতম আচার্য ও শ্রীজয়িতা আচার্য
কলাভবন এডভার্টাইজিং
পি ২১/২২, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০০১
দূরভাষ - ৯৪৩৩১৯৫৭৪৩

মূল্য : ৫১

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

॥ পূর্বগ্রন্থক্রম ॥

শ্রীঅনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র প্রণীত

নরকের মেঘ (১৯৮৩); যখন আনন্দঋতু (১৩৯৪/১৯৮৭); যাত্রামন্ত্র (১৩৯৫/১৯৮৮)। রাগমালা (১৩৯৮/১৯৯১); ডাক (১৩৯৮/১৯৯২); উইলিয়ম ব্লেক: জীবন ও কবিতা (১৪০১/১৯৯৫); মন্দ্রতাবিষয়ক (১৪০২/১৯৯৫); আধুনিক বাঙলা কবিতা : আদি পর্ব : পূর্বসূত্র প্রারম্ভ (১৪০৩/১৯৯৭); মহাযান স্তোত্রাবলী (১৪০৪/১৯৯৭); শিশু ও পিতা (১৪০৫/১৯৯৮); হে দক্ষিণ (১৪০৬/১৯৯৯); চতুর্দশাধিকশত চতুর্দশপদাবলী (১৪০৭/২০০১); মাতৃশোক (১৪০৮/২০০১); দ্বিরালাপ (১৪১০/২০০৩); জালালউদ্দীন রূমী : জীবন ও কবিতা (১৪১১/২০০৪); সনেট একপঞ্চাশৎ (১৪১৬/২০০৯)

ও

শ্রীসপ্তর্ষি বিশ্বাস প্রণীত

পাপের তটিনী ধ'রে (১৪১৫/২০০৯)

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

উৎসর্গ

পার্থ, অনির্বাণ এবং বাঙলা কবিতার তরুণতর ও অনাগত সাধকদের উদ্দেশে

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

।। উপক্রম-১।।

...মন, সারাক্ষণই, বেড়ী ভাঙ্গিতেছে। বেড়ী গড়িতেছেও। একটি বেড়ী ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতেই, অপর একটি গড়িয়াও লইতেছে আবার। বেড়ী ভিন্ন, সে আপনাকে বেড় দিবে কী দিয়া? ছড়াইয়া, গড়াইয়া নষ্ট হইবে, ধূলিসাৎ হইবে যে!

...আধুনিকেরা অনেকেই, যেমন উত্তর-আধুনিকেরাও অবশ্য, বেড়ীর মূল্য বুঝেন না। প্রাকৃতিকতার, স্বাভাবিকতার, মৌলিকতার দোহাই দিয়া, তাঁহারা বলিতে চাহেন, যে বেড়ী ছাড়াই, তাঁহারা বেশ আছেন। বেড়ী তাঁহাদের বাঁধেই মাত্র, ছাঁদে না।

... ইহা একটি ভ্রম যে, তাহা হয়ত, কালে, স্পষ্ট হইবে। কালে, হয়ত ইহা বুঝা যাইবে, যে আপনার পোশাকটি যেমন কেহ আপনিই বানাইয়া লয় না, দরজীর উপরেই এবং স্থানকালসম্মত ভদ্ররুচির উপরেই, বিষয়টাকে সাধারণত ছাড়িয়া দেয়, এবং কোন ডিজাইনার-ধন্য মৌলিক পোশাক না পরিয়াও — বা প্রকৃত প্রস্তাবে, না পরিয়াই — সুবেশিত, সুশোভিত এবং সুবিকশিতই হইয়া উঠে ক্রমে; তেমনই, পয়ার-ত্রিপদী-দোঁহা-রুবাইয়াৎ-মস্‌নভী-হাইকু-ওড়-সনেট-তের্জারীমা পাস্তুম প্রভৃতি নানাপ্রকারের যে ধ্রুপদী রূপবন্ধগুলি দেশকালনির্বিশেষে বহু কবির, বহু কবিতার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের অন্তর্গত কোন সুবোধ্য, কিন্তু অসংজ্ঞেয় একটি সুসংগতির কারণেই; তাহারা প্রকৃত কবির নিকট, রূপদক্ষের নিকট, বন্ধনস্বরূপ নহে, বরং মুক্তিস্বরূপই হইয়া আইসে। সনেট বা চতুর্দশপদীরূপ আঙ্গিকটি যেমন হইয়া আসিয়াছিল, বর্তমান দশপদীকারের নিকটেও, একদিন।

...কিন্তু আজ যাহা মুক্তি, কাল তাহাই বন্ধন। চারাগাছের নিকট যে-টবটি হয়ত মাতৃভূমি, বৃক্ষের পক্ষে তাহাই আবার কবরস্থান। চতুর্দশপদী, সেইদিন হইতেই, বন্ধনই হইয়া উঠিল, বর্তমান কবির পক্ষেও; যেদিন হইতে, তাহার নাগরিক বিদগ্ধমাধবত্বও, আর উপভোগের সামগ্রী না থাকিয়া, ভবরোগের নিদানস্বরূপই হইয়া উঠিল, তাহার আপনার নিকটই। শুরু হইল, এক বেড়ী ভাঙ্গিয়া, অপর এক বেড়ী পুনরায় গড়িয়া লইবার প্রক্রিয়াটা। জন্মলাভ করিল এই দশপদী-নামক নবরূপবন্ধটি, যাহা দশমাত্রিক দশটি চরণসমবায়ই মাত্র হইবার কারণেই; অর্থাৎ সনাতন চতুর্দশপদীর প্রতিতুলনায় অনেক লঘুপক্ষ ও ক্ষীণপক্ষ হইবার কারণেই; অপেক্ষাকৃত মেধাজটিলতামুক্ত ও মর্মরমুখরিতও বটে। বস্তুভার, অনিবার্যতই এখানে কম; আর সেই কারণেই, সনাতন বঙ্গীয় গীতিপ্রাণতার সহিত তাহার সম্পর্কটা, অনিবার্যতই, কিছু নিবিড়তরও। যে-চতুর্দশপদীকার, আপন শিল্পরূপের নিখুঁতত্বে ও নাগরিকত্বে, যেন চাপা পড়িয়া মরিতে বসিয়াছিল প্রায়; সে যেন বাঁচিয়া গেল এই অভিনব প্রকাশমাধ্যমটি, এই নূতন মনোবেড়ীটি লাভ করিয়া, যাহা ভগবদ্দত্ত। বর্তমান গ্রন্থটি তাই— ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টি ভগের অধিপতি যিনি, সেই অন্তরপুরুষের প্রতি নিবেদিত — একটি মাল্যস্বরূপই। নানা পুষ্পে গাঁথা এই মাল্যখানিকে সংস্কৃত উক্তি শ্লোকাবলীর সগোত্র বলিয়া যদি কেহ ধার্য করিতে চাহেন, তবে কবি আপত্তি করিবে না; বরং আপনাকে পরম গৌরবান্বিত বলিয়াই, জ্ঞান করিবে।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□
□,□□,□□,□□,□□,□□,□□,□□,□□□,□□□ □ □□□ ‘র রচনাকার সপ্তর্ষি বিশ্বাসের ও বাকিগুলি

র রচনাকার সপ্তর্ষি বিশ্বাসের ও বাকিগুলি চিনে নেওয়ার আরেকটি সহজ উপায়ঃ কলকাতা’ মানে অনির্বান ধরিত্রীপুত্র,

বেঙ্গালে□□ □□□□ অনির্বান ধরিত্রীপুত্রের। কবি

।। উপক্রম-২ ।।

...পূর্বের ভূমিকাটি রচিত হইয়াছিল যখন, তখনও ইহা সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয় নাই, যে বর্তমান গ্রন্থটি, একটি যুগলবন্দী হিসাবেই, বাহির হইবে শেষাবধি। বর্তমানে বেঙ্গালুরুনিবাসী, কিন্তু মূলত অসমভূমির সন্তান, কবি সপ্তর্ষি বিশ্বাস, যন্ত্রযোগে এই নবাবিষ্কৃত রূপবন্ধটির কিছু নমুনা পাঠ করিয়া পূর্বেই অনুপ্রাণিত বোধ করিয়াছিলেন এবং বেশ কিছু দশপদীও, তাঁহার নিজের ধরণেই, লিখিয়াও ফেলিয়াছিলেন সত্য — কিন্তু যৌথ গ্রন্থের ধারণাটি, তখনও পর্যন্ত, ঠিক দানা বাঁধিয়া উঠে নাই সবখানি। বর্তমান লেখকের মনে, কিছু খটকাই বরং রহিয়া গিয়াছিল এব্যাপারে, যে অনুজ কবির এই রচনাগুলিকে, ঠিক 'দশপদী'র মর্যাদা, কতখানি দেওয়া যাইবে, বা না যাইবে। কিন্তু দৈবানুগ্রহে — হ্যাঁ, অসীম দৈবানুগ্রহেই মাত্র — ইহা তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন আজ, যে এই দশপদী-নামক জিনিষটা, তাঁহার একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মাত্র নহে, যে ইহার নিয়মকানুন, তিনি একেবারে চূড়ান্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবেন চিরতরে। ঈশ্বরের অসীম কৃপায়, তাঁহার এই জ্ঞানোদয়টি শেষত ঘটিয়াছে, যে ইহা একটি প্রাকৃতিক বিকাশ — যাহা তাঁহাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া, তাঁহার লেখনীতে ভর করিয়া, আত্মপ্রকাশ করিলেও — তিনি যাহার স্রষ্টা নহেন, বরং দ্রষ্টাই মাত্র। প্রকৃতির ত্রিগুণসমবায়ে, দেশ ও কালের বিশেষ একটি পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁহার লেখনীটি ব্যবহার করিয়াই উহা আপনাকে আপনিই সৃষ্টি করিয়াছে বস্তুত: আর সেই কারণেই, উহাকে বাঁধিয়া রাখিবার কোন অধিকারই তাঁহার নাই। উহাকে এখন ছাড়িয়া দিতে হইবে তাঁহাকে — মুক্ত প্রকৃতিরই প্রশ্রয়ে — শতসহস্র নবীন ও নাতিনবীন বঙ্গীয় কবির শতসহস্রপ্রকারের অত্যাচারই সহিবার নিমিত্ত। সহিতে পারে যদি; সহিয়াও টিকিয়া থাকিতে পারে যদি ; বজায় রাখিতে পারে যদি আপনার স্বাতন্ত্র্যটি, স্বধর্মটি; কেবল তাহা হইলেই, কালে প্রমাণ হইবে, যে ইহা একটি নূতন সৃষ্টি , একটি নূতন প্রকাশ। নহিলে নয়।

...সুতরাং, এই গ্রন্থটিতে, শেষপর্যন্ত শিরোধার্য করিয়া লইতে হইল কবি সপ্তর্ষি বিশ্বাসের দশপদীগুলিও। এমনকী পাশাপাশিই সাজাইয়া দিতে হইল তাহাদিগকে লেখকের দশপদীগুলির সহিতই — রূপের ও ভাবের দিক হইতে সেগুলির স্বকীয়তাকে একটি বিপদরূপে নহে, বরং একটি সম্পদরূপেই বিবেচনা করিয়া এবং এইরূপ নানা সম্পদসমবায়ে বঙ্গসরস্বতীর ভাণ্ডারটি যাহাতে আরও ভরিয়াই উঠিতে পারে ক্রমে, সেই সম্ভাবনার দুয়ারটিকেও, উন্মুক্তই রাখিয়া। — হে তরুণ বঙ্গীয় কবি, সনেট বা চতুর্দশপদী যখন রচনা কর তুমি আজ, তখন মধুসূদনীয় মিলবন্ধ আর ছন্দবন্ধেই কি সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাও? থাকিতে যদি তাহা; থাকিত যদি চিরদিন দুইবঙ্গের অসংখ্য কবিকোকিলবৃন্দ; তবে জীবনানন্দীয় রূপসিদ্ধিটিও কি সম্ভব হইত কোনদিন, ঐ চতুর্দশপদী-নামক বেড়ীটির, আঙ্গিকটির সীমাবদ্ধতার মধ্যেই? কিংবা সম্ভব হইত কি, এমনকী রাবীন্দ্রিক নৈবেদ্যসকলও?

...সেই সৃষ্টিই সৃষ্টি — কারখানার উৎপাদন মাত্র নহে — যাহা নব-নব রূপপরিগ্রহ করিতে পারে, অনায়াসেই। এবং করিয়াও, আপন স্বকীয়তাটি হইতে, স্বধর্মটি হইতে, যাহা টলে না। বর্তমান সংকলনে, সপ্তর্ষির এই অবদানগুলির সূত্রে, একটি নূতন মাত্রা হয়ত এই যুক্ত হইল, যে একটি আভাস অন্তত রহিয়া গেল

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

ইহাতে, এই নূতন রূপবন্ধটির অমেয় সম্ভাবনাসমূহের প্রসঙ্গে। ৪-৪-২-ই শুধু নহে, ৬-৪, ৪-৬, ৫-৫, ৭-৩ বা ৮-২, ইত্যাদি নানাপ্রকার পঙ্‌ক্তিবিন্যাসেই বা স্তবকবন্ধেই ইহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ভবিষ্যতে — যদিও লেখক নিজে, সবিনয়ে, শুধু এইটুকুই বলিতে চাহিবেন এই প্রসঙ্গে যে :

...দশটি চরণ শুধু, আর
মাত্রাও দশটিই। এর বেশী
নিয়মের, নেই দরকার।
আবশ্যক নেই, স্ফীত পেশী।

...সহজ যা, অতি অনায়াস;
অথচ নিয়মে, নিয়মিত;
শহুরে সে নয়; করে চাষ
খোলা মাঠে; গ্রীষ্ম -বর্ষা-শীতও

মেশে দেহে। ফাল্গুনে ফসল
ওঠে ঘরে, দ্বিপদীসফল... ...

... ঐ দ্বিপদীটিও, কেহ যদি না রাখিতে চাহেন শেষে, ত না রাখিবেন; যেমন সপ্তর্ষিও রাখেন নাই অনেক রচনাতেই। —ইহা ত বেড়ী ভাঙ্গিবারই যুগ! — কিন্তু নূতন-নূতন বেড়ী ত তবুও চাই আমাদের, একের পর এক! ঐ ভাঙ্গিবার নিমিত্তই। তবে ত বুঝিব যে আমরা বাঁচিয়া আছি; আমরা অসীমকে লইয়া ঘর-সংসার করিতেছি! অসীমকে, সীমা না হইলে, বাঁধিবে কে! আশ্রয়ই বা দিবে কে!

ইতি ৪ঠা শ্রাবণ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।।
নিবেদক শ্রীঅনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র।।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ১ ।। কথা ও গান ।।

...কথা, যত কম, বলা যায়;
গান, তত বেশী, যায় গাওয়া।
শোনা যায়, কী-সুর বাজায়—
কোণে-কোণে, বনে-বনে, হাওয়া।

...কথা, তাই, ক'মে যায়, যত;
তত আমি খুশী; তত প্রীত।
যোগীদের, কবিদের ব্রত :
শুধু নীরবতা; শুধু স্মিত

হাসি— চোখে-চোখে — প্রাণে-প্রাণে—
কথাকে, তরিয়ে দেওয়া, গানে... ...

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ২ ।। আমার দশপদী কবিতার ভূমিকা ।।

কেবলি দশটি কথা, আর
যতি কিছু, চিহ্ন স্তব্ধতার;
এই প্রাণ, এক প্রাণ, বহু
হতে চায় দশটি কথায়।

কথারা প্রতীক নয়, তবে
কথাগুলি অমোঘ প্রতিমা;
এক থেকে বহু হয়ে তবু
ঘিরে রাখে বহুটির সীমা।

কেবলি দশটি কথা, আর
যতিচিহ্ন, চরিতার্থতার।।

১৬ মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৩ ।। দুই পিঠ ।।

... আঁধারের অতলে আলোক
আপন ভ্রমধ্যে দেখা খুব
সুসাধ্য ত নয়! — সেই লোক,
যে দেয় হৃদয়-হ্রদে ডুব—

সবখানি; সে'ই, নিষ্পলক,
দেখে, সেই ছটা — সেই রূপ—
অতলের আঁধারে ঝলক
ফোটে — নড়ে জলতল — কূপ—

... মণ্ডুক বেরোয় — দেখে মুখ —
সাপের মণিতে, যে-মণ্ডুক... ...

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

১২

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৪ ।। নিদাঘ ।।

... এই সেই ভয়ঙ্কর কাল :
ভোর সাড়ে-ছ'টা — তবু দম
বন্ধ ক'রে অগ্নিকুণ্ডে জ্বাল
দিতেছে কে — দুঃসহ, দুর্দম!

...গ'লে গ'লে পড়ে গ্লানি! — যম
যমীকে বলিছে : ''আরও ঢাল্
তপ্তধারা — তবে যদি কম
পড়ে কিছু, পাপের জঞ্জাল!''

...কঠিন আনন্দে, যজ্ঞে কবি
যোগ করে, আর-একটি, হবি... ...

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৫ ।। আমার সমূহ কবিতার ভূমিকা ।।

আমারে লিখিতে হবে, সখা;
চাকুরী এ থাক বা না থাক।
আসলে ত লেখাই চাকুরী,
আর সব সেই কুম্ভীপাক
নরকেরি নামান্তর শুধু...

আরেকটি ধর্ম শুধু আছে—
সেই ধর্ম 'দ্বিতীয় আশ্রম';
সন্ততির মুখগুলি আর
পত্নীটির স্মিতহাসি দেখে'
দিনশেষে শান্ত উপশম।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৬ ।। রাজা শান্তনু উবাচ ।।

...অতর্কিত, তার আক্রমণ।
অশৌচে, অজ্ঞানে, অপ্রস্তুতে,
ঝাঁপাবে সে। তখনি রমণ
দাবী করবে। অকুস্থলে ছুঁতে

জানে সে, সুরসিকা এমন—
সর্বঅঙ্গে এই, সর্বভূতে
মুহূর্তে, জাগাবে শিহরণ।
মিশে যাবে — অণুতে-অণুতে।

...লুপ্ত হবে পুনঃ, অতর্কিতা—
রেখে যাবে সন্ততি, কবিতা... ...

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

১৩

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৭।। মন চল নিজ নিকেতনে ।।

... কত ধ্বনি, জাগে চরাচরে —
কত বার্তা, হয় বিনিময়—
সে'ই বোঝে, বার্তা যার তরে ;
উনজনে, উদাসীন রয়।

... চড়াইটি, কিচ্‌মিচ্‌ করে
কী-যে এত, সুন্দর অন্বয়
রক্ষা ক'রে — এক ধ্বনি-পরে
আর-ধ্বনি— কী-যে, কারে কয়—

... তোমার বোঝার কথা নয়...
তোমার, খোঁজারও, কথা নয়...

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৮ ।। আমার কবিকে ।।

ক্ষুদ্রতম কথাটিও, প্রিয়,
বৃহতের কাছে পৌঁছে দিও...
নতুবা কেমন তুমি কবি?
মাঝে মাঝে শুধু চিঠি দিয়ো...
কত পথ পেরোলে অথবা
কত পথ বাকী আছে আজো'—
—এইটুকু খবর জানিয়ো...

আমি সেই চিঠিতেই খুশী...
আমার কথাটি তুমি, প্রিয়,
বিরাটের পায়ে রেখে যেয়ো।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৯ ।। মধ্যঝিম ।।

... প্রচুর কাকের ডাকে, প্রিয়
সন্ধ্যা, ঘনাও যবে, ধীরে;
ট্রেনের কাতারে, বাঁশীটিরে—
শোনবার অবকাশ দিয়ো।

...এবং মেঘের ছেঁড়া পালে
বাজিয়ে আপন বুক, নাও
যে চলেছ বেয়ে— সে'ও দাও
মিশে যেতে, বুকভাঙা লালে।

...এর বেশী মোক্ষের পিপাসী
যারা; তারা, হায়, কী উচ্চাশী... ...

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

১৪

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ১০ ।। অসমাহিত ।

... সমাধির প্রান্তদেশ হতে—
আমরা এসেছি ফিরে, যারা
দুটি কথা, চেয়ে ব'লে যেতে,
তোমাদের— জেন, কবি তারা।

... প্রকাশ, প্রকাশ শুধু চেয়ে,
নিজ প্রাপ্যে, হতেছি বঞ্চিত।
আমরা পুরুষ, নই মেয়ে—
নাঙ্গা সাধু— নই লজ্জাভীত।

... পাঁচিলের ওপারে পড়ার
আগে, ব'লে যাই, সমাচার... ...

২৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা।।

দশপদী : ১১ ।। আমার প্রাসাদ ।

আরো এক গিরিখাদ আমি
মনে-মনে পেরিয়ে এসেছি,
জানি না সামনে আরো কত
গিরিখাদ আছে ফাঁদ পেতে...

পেরোনো পাহাড়ে প'ড়ে আছে
আমার প্রাসাদ, আজ খালি—
এবার প্রাসাদ হবে এই
বনে, তাই খুঁজি ধুলোবালি...

তারপর এ প্রাসাদও আমি
ফেলে' রেখে চ'লে যাব, জানি।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর

দশপদী : ১২ ।। আনন্দী কল্যাণ ।।

উৎসর্গ : শ্রীপ্রভাত সাহা

... আনন্দে যে আছে, তার কাজ —
সব, কোথা দিয়ে, হয়ে যায়।
শেষরাত্রে, কাটে সে, আনাজ—
ভোররাত্রে, তম্বুরা বাজায়।

...আনন্দের, এমন ক্ষমতা—
সব ভার, দেয় লঘু ক'রে।
সর্বদিকে সম্মান মমতা
আনন্দীর — মানুষে, শূকরে।

...মমতাও যার, নির্মমতা;
তারই, ভারবহনক্ষমতা ... ...

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ১৩ ॥ নাবিক ॥

সাগরে জাহাজ নিয়ে যাবে,
নুলিয়ার ছেলে ব'সে ভাবে...
জাহাজ, সে কতদূর যায়?
বাবা নিজে যায়নি জাহাজে...
ফিরে আসে নিয়ত সন্ধ্যায়।

জাহাজের দিকে চেয়ে থেকে
নুলিয়ার ছেলে ব'সে ভাবে
জাহাজ, সে কতদূরে যায়...

তারাগুলি জেগে ওঠে তবু
ছেলে আর ফেরে না সন্ধ্যায়।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ১৪ ॥ ধাঙড় ॥

... জ্যৈষ্ঠের একতিরিশ। হাওয়া
নেই মোটে। সবেমাত্র নাওয়া
সেরে এসে, দেখি; দরদরে
ক্লেদধারা, পুনরায়, ঝরে।

... যত ক্লেদ জমেছে, যেখানে,
ধুয়ে যায় সব। চিত্তে, প্রাণে
এই সভ্যতার, যত মল
জমেছিল; ধোয়, স্বেদজল।

... বিরাট ধাঙড়, কাজ করে
জ্যৈষ্ঠের, সনিষ্ঠ প্রহরে... ...

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ১৫ ॥ সমাহিত ॥

...আপন বিরাট কায়দেহ
যে দেখেছে, সব আত্মসাৎ
ক'রে, তার সুগভীর স্নেহ
হয়, আপনার চালে মাৎ

হয়ে আপনিই, আপনারই
'পরে। এ জগৎ ছায়াবৎ
হয়ে, মুক্তি দেয় তাকে। তারই
মধ্যে মেশে মুরশিদ, মারফৎ।

...মাথা যার, ঠেকেছে, আকাশে—
আপন গোপন সর্বনাশে... ...

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ১৬ ॥ হে উদাসী ॥

.,. হাঁসগুলি, সাদা; তবু কালো
দেখায় তাদের, মাটি থেকে।
পিঠে ক'রে বয় তারা, আলো—
বুক, থাকে আঁধারেই, ঢেকে!

... মর্ত্যের মৃত্তিকাবাসী তাই
তাদের উজ্জ্বল, শ্বেত ডানা—
দেখতে পায় না। কালিমাই
দেখে শুধু! যার যা সীমানা!

...নিজ দেহ, নিজেরি আড়াল;
উড়ে যায়, উদাসী মরাল... ...

১লা আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ১৭ ॥ নির্লজ্জ ॥

... ভয়? — নেই, কোনকালে। — ঘেন্না?
— তা'ও নিয়েছেন। —লজ্জা, তা'ও
এবার কি নেবেন? — না নেবেন না?
—ব'লে দিন্ স্পষ্ট — ব'লে দাও—

...ব'লে দে, ব'লে দে, কী কী চাস্
আরও! — নিতে আর কী, বাসনা!
—কী ভাবিস্ তুই! — তোর গ্রাস
দেখে' ভয় পাব! — 'কচি সোনা'!

... যা চাস্ সর্বস্ব দিতে পারি :
এমনকী ল্যাঙট ! — বল্? —ছাড়ি? ... ...

৩রা আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ১৮ ॥ বিশুদ্ধতার বিরুদ্ধে ॥

উৎসর্গ : শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

... শিব চায়, শক্তির ভিতরে
অনন্ত শয়ন। — আর শক্তি
চায় জাগা শিব। — যে-ইতরে
ভঙ্গী করে — তার, রক্তারক্তি।

... শিব তাই, আপন ত্রিশূল
দিয়েছে শক্তিকে। মুণ্ড-চণ্ড
শুধু নয়, গোটা পুংকুল
শ্রীচরণপিষ্ট! — লণ্ডভণ্ড

হতেছে এ সৃষ্টি তাই। হবে।
শিব, যত পরিণত, শবে ... ...

৩রা আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

১৭

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ১৯ ॥ প্রাণোপনিষদ - ১ ॥

"এক প্রাণ বহু হতে চেয়ে
সাগরে ও আগুনে মিশেছে
শুধু এই বার্তাটুকু নিয়ে
আকাশেরা আজো জেগে আছে"

—সত্য শুধু এই মাত্র আর
মেধাজাত হিম অন্ধকার
ঢেকেছে তোমার মুখ, প্রিয়,
প্রাণে তবু স্পর্শটুকু দিয়ো—
যাতে আমি জেনে নিতে পারি
মৃত্যুহীন আসলে আমিও।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ২০ ॥ প্রাণোপনিষদ -২ ॥

আমি এক অগ্নিবিন্দু, তবু
মুছে দিতে চাই অন্ধকার
যে আঁধার শুধু দাবানলে
মুছে যায়, অন্যথায় ভোরে—
হে পূষণ, তুমি স্পষ্ট হলে...

কোথায় শুকানো পাতা, প্রিয়,
মর্মে সেই জ্বালানী জুগিয়ো—
যাতে আমি দাবানল হয়ে
গোপনে তোমার চোখটিকে
এঁকে যাব বিস্ময়ে ও ভয়ে।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ২১ ॥ প্রাণোপনিষদ- ৩ ।

প্রাণ থাকে বীজের গহনে
প্রাণের গহনে থাকে অণু
অণু ভেঙ্গে পরমাণু হলে
তা'ও প্রাণ, তা'ও শক্তি, তাই
বীজহত্যা তীব্র পাপ আর
প্রতিটি ঋতুই তাই এসে
বীজের প্রকাশ শেষ ক'রে
ফিরে যায় সূচিত প্রহরে ...

এইভাবে বীজ বাড়ে, ক্রমে...
প্রাণের মহিমা সম্ভ্রমে।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ২২ ॥ প্রাণোপনিষদ - ৪ ॥

বীজ আর জীব এই দু'টি
শব্দ ঘিরে রাতের ভ্রূকুটি
কুটিল হতেই থাকে, দেখি,
বীজ নাকি জীব আগে তার—
এ নিয়ে তর্ক চলে খুব...
নেমে আসে হিম অন্ধকার।

অন্ধকারে নিদ্রা যায় বীজ,
আলো পেয়ে বীজ ওঠে পেকে...
জাদুবলে বীজ হয় জীব,
ধূ ধূ ঘাস ভরে মাঠটিকে।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ২৩ ॥ আমার তীর্থের পথ ॥

আমার তীর্থের পথগুলি
ধেয়ে যায় তীর্থস্থান ফেলে'
যেখানে মাঠের পারে একা
চাষা এক, সারা অঙ্গে ধূলি
মেখে তার মোষগুলি নিয়ে
অবিরাম চাষ করে আর
প্রাণবীজ নীরবে ফলিয়ে
তারপর ঘুমায় অঘোরে...

আমার তীর্থের পথগুলি
ধায় তার মাঠের শিয়রে।

১৬ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ২৪ ॥ খালের ধারে ॥

শুকনো খালের ধারে বাড়ী,
কোনদিন কোন লালশাড়ী
পরেনি সে পুজোতে বা দোলে,
বিকালের মেঘ তবু নামে
রাঙা হয়ে, মনে পড়ে গেলে
তার কথা, কখনো গোপনে...

লালশাড়ী পরেনি সে, তবু
লাল সেই আগুনের হাতে
একদিন যেতে হল তাকে,
নিদাঘের বৃষ্টিহীন রাতে।

১৮ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ২৫॥ কলিকাতা মহাতীর্থ ॥

... পুণ্য এ'ও : পতিতোদ্ধারিণি;
পর্যবসিত তোমাকে, ড্রেনে,
ক'রে — তবু রয়ে-যাওয়া, ঋণী—
চ'লে যেতে-যেতে, চক্র-ট্রেনে।

...নিমতলা মহাশ্মশানের
পাশ দিয়ে পথ। —আর তার
পরেই, আহিরীটোলা। — ফের
কিছু দূর গেলে, বাগবাজার—

...এই পথ ত্যেজে, মেট্রোরেলে
যে চড়ে, সে ভাল নয়, ছেলে... ...

৪ঠা আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ২৬ ॥ ক্ষমা ॥

... পাপ হল, ঘোর। হল পাপ।
কাঠপিঁপড়েটিকে, টোকা দিয়ে,
ছুঁড়ে ফেলে'। —যত চাই মাপ,
চিরদিন চলবে ও খুঁড়িয়ে।

... স্থির হয়ে আছে। ফুঁ দিলেই
ন'ড়ে উঠছে, দু'পা যাচ্ছে, ফের
যাচ্ছে স্থির হয়ে। পা তুলেই
কী-সব কসরৎ করছে, ঢের।

...অনুতাপে দীর্ণ; দেখি ও কী!
তর্‌তরিয়ে ছোটে, সেই লোকই... ...

৫ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ২৭॥ নোয়াখালি ॥

... আমার দুর্বল অঙ্গ, দাঁত।
আমি তত দন্তী, শৃঙ্গী নই।
কঠিন খাদ্যকে প্রণিপাত
করি তাই। অন্নে-জলে রই।

...অহিংসার পরম পূজারী
অতিফলাহারে, অম্লদোষে,
ধ্বংস করেছিলেন দু'সারি
দাঁতই। ভাবি সেই কথা, ব'সে।

... ধ্বংস হয়ে যাও, শেষ দাঁত—
জাগ' সেই সাঁকো, লাঠি, হাত... ...

৫ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ২৮ ॥ অনাহত ॥

স্মরণ : "কহত কবীর আনন্দ ভয়ো হৈঁ,
বাজত অনহদ বোল রে"

... সেই শব্দ, যার কথা, আগে
লিখেছ ত, বহু বহু বার;
পুনরায়, পুনরায় জাগে—
বলে, লেখ আবার — আবার —

...একটি আশ্চর্য গান, যদি
পাও, তবে সবাইকে বল ত!
পেয়েছ এ-ধ্বনি, এই বোধি—
অভাজনে জানাও সেমত!

... ভেব না, কে ভাবে ভণ্ড! — বলে!
ভৌ-রবে কি, মহাগজ, টলে... ...

৬ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ২৯ ॥ প্রযত্নশৈথিল্য ॥

স্মরণ : "দেহবোধকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্বিকার করবার জন্য আসনের সাধনা। প্রযত্নশৈথিল্য আর অনন্তসমাপত্তি এই সাধনার সহায়।" : শ্রীঅনির্বাণ

...শিথিল, শিথিল ক'রে দাও
সর্বঅঙ্গ, সকল বন্ধন।
চলে রথ, শোন। ভ'রে নাও
বুকে, তার চাকার স্যন্দন।

...চলে বিশ্ব। তুমিও চলেছ।
চলার আনন্দ। বিশ্বলোকে।
—কোথা, যে জানতে চায়, মেছো-
বাজারের গলিতে, সে ঢোকে।

...রথরজ্জু ত্যাগ কর, ধীর —
পৃষ্ঠদেশ জাগে, সারথির ... ...

৭ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৩০ ॥ অসহসহন ॥

স্মরণ : "অন্ত্যকালে এই ক'র মা,
ব্রহ্মরন্ধ্র যায় ফেটে" : শ্রীরামপ্রসাদ সেন

... বুক, পাছে ফাটে; ফেটে যায়;
—আনন্দে! — প্রকাশবেদনায়!
—তাই, ফাটে পায়ু! —পিচকারী
আনন্দের, ঝরে! —মহানারী

বিত্ত ধ'রে, নিত্য টানাটানি
করে —যাতে রক্ষা পায়, প্রাণই!
—প্রাণধারা ঝরে; আরও, আরও;
—আনন্দ, সঘন! —অতি গাঢ়!

... কাল পূর্ণ হলে, দেখ' মাতা—
বুক নয়; ফাটিও, এ-মাথা... ...

৭ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৩১॥ বৈতরণী/১ ॥

...'আমি, ব্রাহ্মমুহূর্তেই উঠি।'
: বললেন, গর্বিত, একজনা।
'আলো যবে, সবে, ফুটি-ফুটি
করে, ফোটে আমারও চেতনা।'

...'ফুটে, কী করে সে?' — অন্যজন
বললেন — 'কেবলি নিম্নচাপ
সামলায় কলঘরে? — প্রয়োজন
ব্রাহ্মমুহূর্তের, চাওয়া মাফ!

...বর, দ্বারদেশে, সমাগত;
আর বধূ, প্রাতঃকৃত্যরত!'... ...

৮ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৩২॥ বৈতরণী/২ ॥

... 'আমি, উঠি ঘোর অন্ধকারে।
রাত্রি যবে ঝাঁ-ঝাঁ। একে-একে
সারি যত কৃত্য। ভারে-ভারে
শুধি ঋণ, আঁধারের। দেখে

শুকতারা, সেই দৃশ্য। বোঝে,
আঁধারেরই নদীতে মোচন
সব ভার, করেন, চেতন।
ভারমুক্ত তাঁর, কেশ মোছে

যে-রমণী; সে'ই ত, সে-ঊষা!
সাঙ্গ ক'রে দেয়, বেশভূষা'... ...

৮ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৩৩ ॥ অপারেশন লালগড় ॥

উৎসর্গ : ৩৫ বছরের সি আর পি জওয়ান
নবকান্ত রায়, যিনি ঝিটকার জঙ্গলে, কাঁটাপাহাড়ীর পথে,
শুধু অসহ্য গরমেই, প্রাণ হারান

...কী নাম? কী-যেন-এক, রায়।
এখনই বিস্মৃত। দুটো দিন
কাটেনি এখনও। কার দায়
মনে রাখবার? কার ঋণ?

...লালগড়ে, জঙ্গলমহল
পুনরুদ্ধারের মহাব্রতে—
শহীদ সে! — পেয়েছিল জল?
অন্ত্যকালে? জিহ্বায়, ওষ্ঠতে?

...ফাটেনি মাইন, পায়নি চোট!
এই বাঙলা, তার শুকনো ঠোঁট... ...

৮ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

২২

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৩৪॥ বামাচারী ॥

... হে বাম, জাগ্রত হও, জাগ'—
ঢের দিন, দক্ষিণের হাওয়া
সেবন করেছি; গেছে পাওয়া
প্রসাদ, প্রভূত! — কিন্তু মা গো,

আজ, তোরে চাই, পূর্ণ নারী-
রূপে — আর অন্য সব ধন—
দিব্য ধ্বনি — দিব্যের দর্শন—
কিছুতে ভুলছি না — শুধু স্তন

চাই তোর — আমি, বামাচারী!
— দে মা স্তন, বসন উঘারি... ...

১০ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৩৫॥ কড়ার ॥

... সারাদিনে এক থেকে দুই
ঘণ্টা যদি পাই, শুধু তুই
আর আমি ; তোর কোলে শুই
যদি, এ সময়টুকু, মুই;

বাকী গোটা দিন, যত খাটা—
খেটে যাব; ছুটে যাব; কাঁটা
মাড়িয়ে ; যা মার্ — জুতো, ঝাঁটা;
সয়ে যাব— কুকুর, পা-চাটা!

...শুধু এ কড়ারে: ওই দুই
ঘন্টা, দিনে, দিবি কোল, তুই ... ...

১০ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৩৬ ॥ খেচর ॥

... আমি, সকলের শেষে, খাব।
আমি, খেতে চাই, চেটেপুটে।
তোমরা, যে যাহা চাও, লুটে
নাও; আমি না'ই করপুটে

পাই যদি, রসনায় পাব।
হাত নয়, এ জিহ্বা বাড়াব।
খেচরী মুদ্রায়। আগে উঠে,
নাসাগ্র অবধি, উল্টে যাব।

...দই, তোমরা খাও। দইভাঁড়—
আমি নেপো — আমার — আমার ... ...

১০ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

২৩

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৩৭॥ মাতৃদর্শন ॥

... মন্দিরের পথে, হেঁটে যাই।
প্রণাম করি না। যে নাস্তিক
ভাবে, সে ভাবুক। তুমি ঠিক
জান', আমি তোমাকেই চাই।

...ঘৃণা হয়, বাহ্য আড়ম্বরে।
হেঁটে যাই, তাই, উদাসীন
যেন অতি — নির্ভাব — নির্ঘৃণ —
ভক্তজনে জয়ধ্বনি করে।

... কার জয়? তোমার? আমার?
স্তন্যদাত্রী ভিখারিণী-মা'র?

১০ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৩৮ ॥ বৃশ্চিকরাশির প্রতি ॥

...আমাকে, সন্দেহবিষে, চাও
জর্জরিত করতে। —বৃশ্চিকের
গর্তে তাই, ফেলে' দিয়ে যাও—
ভুলি যাতে, ঠিকানা, দিকের।

...দংশনে, দংশনে, অহরহ
পরীক্ষা চলেছে, যে, চুম্বন
দিতে পারি কিনা, যে দংশন
করে, তারও ওষ্ঠে, সর্বসহ!

... নিতেছ, এভাবে, যোগ্য ক'রে,
হে মহাবৃশ্চিক, প্রেমভরে... ...

১১ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৩৯ ॥ নির্বাচিত ॥

... কোনদিন দেখেছ কি তাকে?
সে-কুবোপাখীকে? —বৃক্ষশাখে
লুক্কায়িত রেখে আপনাকে—
সাথীরে যে, একতানে, ডাকে?

... দেখনি, দেখবে না, কোনদিনও!
সন্দেহ কি আছে তবু, ক্ষীণও,
অস্তিত্ববিষয়ে তার? — জেন'
শোনে পুণ্যবান, কুবো-হেন

গুপ্ত! — তবু থেকে-থেকে —ডাকে —
একতানে—কে-যেন, তাহাকে... ...

১২ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

২৪

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৪০ ।। অমৃতপান ।।

... কাক, শুধু পরিত্রাহি, ডাকে—
নিদ্রাভঙ্গ হলে। তার আর
শুভ কিছু, নেই করবার।
পড়তে পায় না, চিলে-কাকে—

তাই ভোর থেকে। ...মনুপুত্র
কিছু বেশী জ্ঞানী। সে চীৎকার
প্রত্যহই করে না। —বাজার
যেতে-যেতে, থামে। — ছাড়ে মূত্র।

...স্বমূত্রপানের বিদ্যা যাঁর;
মূক তিনি! — ঘরেই, বাজার .. ...

১২ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৪১।। পুনরুত্থান ।।

...মাছিটিরে মারি, অসংজ্ঞানে;
কাঠপিঁপড়েটিরে, মূত্রধারা
হতে রক্ষা করি, সাবধানে;
আমি চোর; আমিই পাহারা!

...স্বীকারোক্তিমূলক রচনা—
হায়! আজও অন্ত নেই, তার!
চিরদিনই কি অনুশোচনা
চলবে এমনই! অনিবার!

...কার কাছে, কোন্ ক্ষমা, যাচি!
দেখি, উড়ে যায়, মৃত মাছি ... ...

১৫ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৪২ ।। খেলনা ।।

খুকীর খেলনা হাতে নিয়ে
টের পাই, তারো আছে প্রাণ;
অন্ধেরা সন্দেহ করে তবু,
মূর্খ চায় গণিতে প্রমাণ...

খুকী শুধু জানে আর আমি
জেনে গেছি হঠাৎ কীভাবে
প্রাণ আছে প্রতি খেলনারি,
না হলে কী ক'রে হবে খেলা?

খুকী নয় এমন আনাড়ি...
প্রাণে ও প্রমাণে আছে আড়ি।

১৮ই মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৪৩ ॥ দীপ ॥

আরো কত দূরে তব গৃহ?
রাত নামে, ঘনায় সন্দেহ—
অন্ধকার ষড়যন্ত্র করে...
পথগুলি নদীর শিয়রে
বেঁকে যায় শ্মশানের তীরে...
ভাসে দীপ, নদীর শরীরে।

শুধু রাত? শুধুই সন্দেহ?
হারিয়ে গিয়েছে তবে গেহ?
অন্ধকারে নদীর শরীরে
প্রদীপটি ভেসে যায় দূরে...

২০শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৪৪ ॥ আমাদের প্রিয় গানগুলি ॥

আমাদের প্রিয় গানগুলি
তোমরা কি বাজাও এখনো?
কখনো বাজাও যদি তবে
মনে মনে পদপাত শোন
আমাদের? অন্ধকারে? আজো?
তোমরা যে কে কোথায় আছ
কিছুই জানি না আজ, তবে
মনে হয় ফিরে দেখা হবে...

যদি বাজে গানগুলি, প্রিয়,
একখানি প্রদীপ জ্বালিও...

২০শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৪৫ ॥ খনন ॥

নিজেকে চেনার মত দায়,
বহনের ক্লেশ ও উপায়
তুমিই জানাও স্বপ্নে এসে...

আমি শুধু তব স্বপ্নাদেশে
নিজেকে খনন ক'রে চলি...

তুমি কবে কাপালিক হয়ে
আমাকেই দেবে বল বলি—

আমি শুধু সেই প্রত্যাশায়
কূপখননের মত ক'রে
নিজেকে খনন ক'রে চলি।

২৬শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

২৬

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৪৬ ॥ ঘুম ॥

সবাই ঘুমালে পরে আমি
সকলেরি মুখে চেয়ে দেখি,
ঘুমে-ডোবা মুখগুলি যেন
মনে হয় দেখিনি কখনো...

জেগে-থাকা কেবলি অসুখ...
ঋণে-ঋণে জর্জরিত আমি
চিনতে পারি না নিজে দেখে'
জাগরণে আপনার মুখ...

তোমার মুখটি যেন, সখা,
কোনদিন ঘুমে দেয় দেখা।

২৬শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৪৭ ॥ চণ্ডাল ॥

ঘুমে চোখ টেনে আনে তবু
কেন তুমি পার না ঘুমাতে?
সারারাত বাতি জ্বেলে কেন
অনর্থক শব্দদের সাথে

শবসাধকের মত একা
জেগে থাক নিজেকে জ্বালিয়ে?
কোন্ মুখ মর্মে দেয় দেখা
দূরাগত কোন্ কথা নিয়ে?

কার শব দাহ কর তুমি
সারারাত সমিধ জ্বালিয়ে?

২৬শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৪৮ ॥ জীবনমরণের ...॥

... চন্দ্রকলা, নিটোল। — আকাশ
ছায় তাকে। — আবার, দেখায়—
—অপরিচিতার, স্তনাভাস—
—অর্ধপরিচিত, জানালায়—

...জীবনের চিলছাদে লীন
এ ধন— যাহার — হয় পাওয়া —
সে লভে, মৃত্যুর সুদক্ষিণ
বাহুর বীজন — হু-হু হাওয়া—

...জীবনের, মরণের, পার—
স্তনাভাস— আবার — আবার ... ...

১৩ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

২৭

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৪৯॥ অসহযোগ ॥

...যতই গুমট থাক্, চুপ
ক'রে যদি প'ড়ে থাকা যায়;
প্রকাশিত হয়, অন্য রূপ :
মৃদু হাওয়া, পল্লব কাঁপায়।

... আর যদি, 'উঃ, কী গুমট'
ব'লে হাঁক ছাড়ি, চেঁচামেচি
করি; তবে অসহ্য দাপট
গরমের, বাড়েই, দেখেছি!

... বাহিরের উত্তাপ, ভিতরে
সমর্থিত হয়ে মাথা ধরে... ...

১৪ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৫০ ॥ সেই জিব্রাইলের প্রতি ॥

... সারিয়ে দিয়েছ ভাঙা ছাতা;
...জ্বালিয়েছ, অদাহ্য উনুন;
—কী দিব তোমারে? এই মাথা
চাও তুমি, হে দিব্য আগুন?

...দিইনি কি আগেই, সে-ধন?
দিয়েছি ত! — তোমারই যে-লাউ,
দেব তোমাকেই! — দাউ-দাউ
কেন তবে! —কী চাও, ইন্ধন!

...দুদণ্ড জিরোও, দেবদূত!
লাউঘণ্ট, হতেছে প্রস্তুত ... ...

১৫ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৫১॥ যমালয় ॥

...বিকল্পের, তত সুকঠোর
পরিশ্রম নেই। রাতভোর
টিভি না-চালানো। কিংবা জোর
খানাপিনা, উপর-উপর

না-করা! — তথাপি, যমী-যম
দেখ, ঘরে-ঘরে, কত শ্রম
করে; রাত্রি জাগে; সুনিয়ম
মেনে, সভ্যতার; দেয় দম

অ্যালার্মেও, ভোররাতে! —অল্প
শ্রমসাধ্য, হত না, বিকল্প?

১৮ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৫২ ॥ জগন্ময় মিত্র ॥

প্রেমের কাহিনী লেখা হত
চোখে চোখে কথা হত আর
সন্ধ্যা নেমে এলে পরে ক্রমে
আলপনা গহন জ্যোৎস্নার
এসে লিখে যেত চুপে চুপে
পাণ্ডুলিপি — রূপকথিকার...

ভালবেসে ভিখারী বা রাণী
— কেউ-কেউ হত প্রকৃতই—

রাজারাণী হারিয়েছে কবে...
প্রিয় সেই সুরগুলি কই?

২৯শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৫৩ ॥ মুকেশ ॥

ক্ষয়ে গেছে কবে সেই চাঁদ...
অচেনা আকাশে বাড়ে রাত,
কোথাও দিবস-পরে ঢ'লে...
নেমে আসে মায়া-অন্ধকার,
চাঁদ ডুবে গেলে পরে ভাবি
তুমিও কি নিছক জোকার?

তবু বাজে সেই গানগুলি...
ডুবে যায় পাখীরও কাকলি—

ক্ষয়ে গেলে ক্রমে-ক্রমে চাঁদ
এস তুমি, কিশোরী বিষাদ...

২৯শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৫৪ ॥ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥

মধুমালতীরা ডাকে 'আয়'...
অতর্কিতে মনে প'ড়ে যায়
মফস্বলী রাত্রিদিন আর
মনোময় আলো-অন্ধকার

—প্রথম চেনার পাশে-পাশে
অচেনা জানালা থেকে বেজে
তোমার সে সুরগুলি এসে
কৈশোরের বেদনাতে মিশে
আকাশ চিনিয়ে যায় কাকে...

আজো মধুমালতীরা ডাকে?

২৯শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৫৫ ।। মহম্মদ রফি ।।

মধুবনে নাচেন রাধিকা,
উদাসী মহলে ঘুরে-ঘুরে
সুরেরা পাখীর মত ওড়ে...
উদাসিনী রাতের শিয়রে।

শূন্যগলিতে হাওয়া ঘোরে...
মধুবনে নাচেন রাধিকা—
বিগত জীবন মনে পড়ে।
বিগত জীবন মনে পড়ে।

বাঁশী ভুলে ঘুম যাই আমি
দূরাগত সুরের শিয়রে...

২৯শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৫৬ ।। আব্বাস উদ্দিন ।।

নিদাঘে মাঠের পথে দেখ'
গরুর গাড়ীটি যায়, থামে,
ফের চলে উড়িয়ে-উড়িয়ে
মাঠের বুকের জমা ধুলো...

পুকুরে নাইতে এসে মেয়ে
দেখ', সব কাজ ভুলে গিয়ে
একমনে দেখে ওই যাওয়া...

আর কেউ দেখেনা তা, শুধু
সবার আড়ালে একদিন
দেখেছেন আব্বাস উদ্দিন।।

২৯শে মার্চ, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৫৭।। উর্ধ্বলোক ।।

...কাক ওড়ে নিম্নাকাশে; আর
বক ওড়ে, কিছুটা উপর
দিয়ে; সে দূরের যাত্রী। তার
আরও উর্ধ্বে, ওড়ে কবুতর—

...দূরে নয়, নিকটেও নয়;
নেই তার, কোন লক্ষ্যস্থল—
আছে শুধু, অনন্ত সময়;
আর উর্ধ্বাকাঙ্ক্ষা — প্রাণবল —

... ঝাড়ুদার নয় সে; ধার্মিক?
তা'ও নয় — শুধুই, প্রেমিক... ...

১৮ই আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

৩০

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৫৮।। অহিংস ।।

... কাঠপিঁপড়েটিরে, দুরাচার
ভাব' তুমি। ভাব' না যে তার
বাসা চাপা দিয়ে, অধিকার
কারও নেই, পাটী বিছাবার!

...অগ্নিদায়ী ঘরে; বিষদায়ী;
ধন, প্রাণ, স্ত্রী-পরে অন্যায়ী;
ভূমিহরণের তরে, দায়ী;
—এই ছয়জন, আততায়ী!

...শাস্ত্রমতে, বধ্য তুমি, ওর!
ভাগ্যে, ও- বেচারা, নিরক্ষর! ... ...

২০শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৫৯ ।। প্রজন্ম ।।

...গাছে জল-দেওয়া, ঘুরে-ঘুরে—
অতি প্রাতে উঠে : জীবনের
শুদ্ধ এই শিল্প! —বাহাত্তুরে
বুড়ী জানে খোঁজ, যে-ধনের!

...জানে না যা, তারই সন্ততি;
অকাতরে, ঘুমায় যে, ভোরে;
কোথা যে, হতেছে তার, ক্ষতি—
বোঝে না কি বুড়ী, বাহাত্তরে?

... বোঝে সবই; তাই, ঘুরে-ঘুরে
জপে নাম, একঘেয়ে সুরে... ...

২২শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৬০ ।। ভগবান ও ভিখারিণী ।।

... রোজ, এই পথে, হেঁটে যান
ভগবান। — ভিখারিণী, দেখে।
গলিত, পচিত তার প্রাণ—
রোজই, কণ্ঠায় এসে, ঠেকে!

...ওই, ওই দেখ, হেঁটে যান—
ছাতিটি মাথায় দিয়ে, তিনি—
হয় না কি, একটুকু স্থান
ও-ছাতায়? —ভাবে, ভিখারিণী।

...ভগবান, দ্রুত হেঁটে যান।
ভগবান, ফিরেও না চান... ...

২২শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৬১ ।। বস্তুবাদী ।।

... যে দেখে, দেখুক, ছায়াছবি।
আমি বস্তু চাই। চাই চাঁদ—
মেঘের আড়ালে। আমি স্বাদ
পেয়েছি বস্তুর। আমি লোভী।

... যে শোনে, শুনুক যন্ত্রগীতি।
আমার, ও সব, ঢের শোনা
হয়ে গেছে। আমি সেই জনা—
ভিখারিণী-কণ্ঠে, যার প্রীতি।

...আমি, বস্তুবাদী! এ-পৃথিবী
আমারি! — কে মূঢ়, দেখে টিভি! ... ...

২৪শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৬২ ।। স্বেচ্ছাসেবী ।।

... সেবা যার ব্যবসা, সে-বেচারা
যেন সেই পদ্যকার — হেঁট
মুণ্ড যার সদা! —চলে পেট
পদ্য লিখে শুধু তাড়া-তাড়া!

...শুদ্ধকালে, যদিও, আগুন
জ্বলেছিল —মর্মের! —ধর্মের!
নিভে গেছে। অশুদ্ধ কর্মের
ব্যভিচারে। শীতল, উনুন।

... যোগভ্রষ্ট এরা। জন্মান্তরে
দেহ নেবে, আগুনের ঘরে... ...

২৫শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৬৩ ।। বিধাননগর ।।

... এ-তল্লাটে, কুকুরগুলিও
অতিভদ্র। কভু আক্রমণ
করে না, কারুকে। — কী কারণ?
ইহারা কি, চোরের, আত্মীয়?

...চুরির, জোচ্চুরির, কি ঘুষের;
কাট্‌মানি, কি কমিশনের;
অধর্মে সঞ্চিত কৃপণের
ধনে, যে লালিত — মানুষের

মত, সে-কুকুরও — ধর্মরাজ —
দেখ, তোমাকেই, দেয় লাজ ... ...

২৫শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৬৪ ।। আরোগ্য ।।

...আকাশের নীল যমুনায়
সেই শ্রীরাধিকা — সেই গোরী —
সখিসঙ্গে, দেখি, ভেসে যায় —
মাধবও, পিছনে — মরি-মরি —

... দুই দিন, শায়িত ছিলাম।
দুই দিন, এই নিত্যক্রীড়া
দেখিনি। —তাতেই দিব্যধাম
ভুলেছি, সমূহ? —বড় ব্রীড়া

অনুভব করি। —হাসি। — হায়!
—এখনও, এভাবে, সে ঠকায়! ... ...

২৮শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৬৫ ।। অনঘ ।।

... অপরাধী, অপরাধ-স্থলে
ফিরে-ফিরে আসে! দেখে, দাগ
লুপ্ত কি হয়েছে! রোদে-জলে!
নাকি আজও প্রকট, পরাগ!

...অপরাধ — দেশে-কালে-মনে।
পাপমাত্রে, পরিস্থিতিময়!
লক্ষবার ম'রে, যে-কারণে,
আমাদের, ফিরে আসতে হয়!

...যদিও, নিষ্পাপ, এ-হৃদয়—
মা জানে, নিষ্পাপ এ-হৃদয়... ...

২৯শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৬৬।। গহীন গোধূলি ।।

ছোট-ছোট ছবিগুলি এঁকে
পাতা উল্টে চ'লে যাই দূরে...
আবার নূতন কোন বাঁকে
ছবিদের সাথে দেখা হবে।

ছোট-ছোট ছবিগুলি তবু
মন্দিরের দেহে— কারুকাজে—
এরাই বিরাট হয়ে ক্রমে
তৃপ্তি দেয় শান্ত উপশমে।

আমার এ ছোট ছবিগুলি
এঁকে তোলে গহীন গোধূলি।

১০ই এপ্রিল, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

৩৩

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৬৭।। দস্তয়ভস্কির চিঠি থেকে ।।

যুগেরি সন্ততি আমি, তাই
অবিশ্বাসে পুড়েছি আমিও,
কোন রাতে অসহায় আজো
পথের পাতার মত ঝড়ে
অন্তরালে কেঁপে-কেঁপে যাই...
তখনি তোমাকে ভাবি, প্রিয়,
জানি না দেবতা কিনা তুমি,
সত্য কিনা, শুধু টের পাই:

সত্য কিংবা দেবতার চেয়ে
তোমারি প্রসাদ আমি চাই...

১০ই এপ্রিল, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৬৮ ।। 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর...' ।।

পাহাড়ের কথা ভেবে আমি
কেবলি একলা হতে থাকি;
নদীটির কথা ভেবে-ভেবে
অপেক্ষায় থাকি জোয়ারের...
আকাশের কথা ভেবে রাতে
স্বপ্ন দেখি দূর সমুদ্রের।

ভাবি না তোমার কথা, তবু
ঘিরে থাক' তুমিই আমাকে—
রোজ ভোরে আন পাখীগুলি,
পালকে দিবস ভ'রে থাকে।'

১৬ই এপ্রিল, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৬৯ ।। দুপুর ।।

দুপুর গড়িয়ে যায়, দেখি
ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়
নেমে আসে বিকালের আলো
আরো এক দিবস ফুরাল
গমনের নিবিড় আশায়।

কোথায় যে যাব আমি তার
কিছুই জানি না, মনে তবু
কী যে এক অপেক্ষার ভার
বয়ে-চলা প্রতি দিনে-রাতে
চাঁদ জাগে বিকালের ছাতে।

১৭ই এপ্রিল, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

৩৪

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৭০ ।। নিত্যপূজা ।।

...ধার্মিকের, জেন, নিত্যপূজা।
পূজাই অনিত্য যার, তাকে
দেখাননি দেবী শ্বেতাম্বুজা
কখনও, আভাসে, আপনাকে—

... যে দেখেছে তাঁকে, সে পূজেছে।
একটি দিবস, পূজা বিনা
থাকেনি সে। —যে শুধু খুঁজেছে,
পায়নি সন্ধান, তারই ঘৃণা

নিত্যপূজাপ্রতি! — 'যান্ত্রিকতা'
বলে সে পূজাকে! — শোন কথা!... ...

২৯শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৭১।। দ্বিধা ।।

... যেদিন, যা জোটে, দিই তা'ই
গোপালকে! — নাড়ু, একটি-দুটি!
খেয়েও, সে পুনঃ, খাই-খাই
করে! — কী ক'রে যে, পেরে উঠি!

...সকল সময় যদি তারই
খিদমতেই যায়, গ'ড়ে নাড়ু;
আছে যে একটি, মহা-নারী—
কী বলবে সে! মারবে যে, ঝাড়ু!

... বোঝে না গোপাল! —এত বড়
চোখ, তুলে বলে, 'নাড়ু গড়'... ...

২৯শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৭২।। অক্ষয় স্বর্গলাভ ।।

স্মরণ : শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, যিনি গাণিতিক সূত্র প্রণয়ন ক'রে প্রমাণ করেছিলেন যে প্রার্থনা = শূন্য

...প্রার্থনায় ফল হয়, জানি;
আমার প্রার্থনা অন্যবিধা
যদিও; প্রকৃতি, উল্ট-সিধা
করে যদি, বলি: "শয়তানি!"

...এমনকী, কখনো-বা, তাকে
পা-তুলে দেখাই! —বলি, "সব
ছেড়ে দেব কাজ — অসম্ভব
এ-বোঝা নামাবি কিনা, আগে!"

...তৎক্ষণাৎ, দেখি ফলোদয়!
—শুনে রাখ, হে দত্ত, অক্ষয়... ...

২৯শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৭৩ ।। সেই ধান্দাবাজের প্রতি ।।

... কেন রুদ্ধ হল গতি? কেন,
গলিপথ জুড়ে, ও-দানব
দাঁড়াল, এভাবে? রিক্সা, ভ্যানও,
সার-সার, থেমে গেল, সব?

...দাঁড়াই। তাকাই। হাস্নুহানা
ফুটেছে, প্রাচীন বারান্দায়।
—এই পথে, সে-কারণে, আনা
হল কি, আমাকে? সে-ধান্দায়?

...ধান্দাবাজ, দেখেছি তোমাকে—
স্তব্ধ, গতিরুদ্ধ, ওই ট্রাকে... ...

৩১শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৭৪ ।। মোহ ।।

স্মরণঃ 'মানুষকে যে ভালবাসে, বড় ভাল ভাগ্য তার—
সাধনা হইতাসে তার — সাধনা হইতাসে তার—'
: কালাচাঁদ দরবেশ

...হাজার গ্রন্থের শোক, আমি
ভুলিয়াছি। — একটি গানের
শোক তবু ভুলি নাই, স্বামি—
জান তুমি, এ মোহ, প্রাণের!

...সেই কালাচাঁদ দরবেশ—
সেই গানটি — 'মানুষকে যে
ভালবাসে' — সে-গানের রেশ
আজও চলে এই প্রাণে বেজে —

... সে-ক্যাসেট-চোরে ক্ষমিবার
সাধনা, কি হতেছে, আমার ... ...

৩১শে আষাঢ়, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৭৫ ।। ভাব ও গতি ।।

... যতক্ষণ ভাব নেই, গতি।
যেই ভাব এল প্রাণে, শ্লথ।
—নিজেকেই দেখি; হাসি; মতি
যবে স্থির; তৈলধারাবৎ—

...এই সভ্যতাও, গতিশীল
যতই হতেছে আরও; ভাবও
খোয়াতেছে। — সদা, পেটে কিল,
অভাবী'র তাই — 'খাব, খাব'!

...রণবাদ্য, খাদ্যে ও খাদকে
ফুকারিত — মদ্যে ও মাদকে... ...

৪ঠা শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

৩৬

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৭৬ ।। সুপ্রভাত ।।

... হাওয়া, ঈশ্বরীর হাসি, ঝরে—
এ-সকালে — দুই দিন পরে।
দুই দিন, ছিল গোঁসা-ঘরে।
উপবাসী, রাখিয়ে, ঈশ্বরে।

...ঈশ্বরও, গম্ভীর, নিজ মোট
ব'হে গেছে— নির্জন, নির্জোট।
যতক্ষণ, আছিল গুমট।
ঈশ্বরীর, সারে নাই, চোট।

...হূ -হু হাসি — ঈশ্বর-ঈশ্বরী
রাঁধে-বাড়ে — ঝোলে দেয় বড়ি... ...

৫ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৭৭।। প্রেম ।।

জান তুমি, এরপরে আর
কিছুই থাকে না বলবার...
নদী মাঠ পাহাড়ও থাকে না,
মুছে গিয়ে এই অন্ধকার

আরেক আঁধার জেগে ওঠে।
আঁধারে তোমার চোখ — তারা
হয়ে জাগে আমার শিয়রে,
তখন তোমার মুখে চেয়ে
বিগত জন্মের মুখগুলি
কুয়াশার মত মনে পড়ে।

৭ই এপ্রিল, ২০১০, ~~কলকাতা~~ ।।

দশপদী : ৭৮।। কথাগুলি ।।

(শেখরদা'কে)

সেই ভাল, এই কথাগুলি
লিখে রাখ টুকরো কাগজে,
ঝড়ে-জলে উড়ে যায় যদি
কত দূরে যাবে আর বল—
বড়জোর মোহানার গানে
ভেসে যাবে সমুদ্রের পানে...

শ্রাবণের ধারাজলে তুমি
স্নাত হতে চেয়েছিলে ব'লে
তোমার কথারা দেখ আজ
নবধারাজলে ভেসে চলে।

৩১শে মে, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৭৯ ।। যে আজো কবিতা লিখে ।।
(পার্থপ্রতিম মজুমদার'কে)

যে আজো কবিতা লিখে একা—
কথা আঁকে নদীজলে আর
হেমন্তের হলুদ পাতাতে...

যে আজো নক্ষত্র দেখে' দেখে'
খুঁজে নেয় মৃত মুখগুলি
আমি তার চিঠিগুলি পাই
তারার ওড়না-ঢাকা রাতে...

সে আমার কেউ নয় তবু
টের পাই তারি সাথে আমি
চুক্তিবদ্ধ— গোপন শপথে।

৩১শে মে, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৮০ ।। মৃত্যু বিষয়ে পুনরায় ।।

আমাকে জীবন দিয়ে তুমি
পূর্বাপর মৃত্যু নিয়ে কবে
লীন হয়ে আছ দেখি নিজে
এ পথের প্রতি বাঁকে-বাঁকে

তাই মৃত্যু আততায়ী-হেন
যদিও আমার পিছু-পিছু
দিবারাত্রি ঘুরে মরে তবু
ছুঁতে আর পারে না আমাকে...

মৃত্যুর শান্ত স্থির চোখে
আমি দেখি কেবলি তোমাকে।

৩১শে মে, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ৮১ ।। আরেকটি এপিটাফ ।।

যদি মৃতদেহ-হেন আমি
কোনদিন শুয়ে থাকি একা
কবরের পাশে, অন্যথায়
নদীতীরে, শান্ত শ্মশানে...

তবু জেন আমি মৃত নই—
পথশ্রমে অবসন্ন আমি
নদীতীরে, শান্ত শ্মশানে
ঘুমিয়ে রয়েছি নিজমনে...

এখানে মাঠের পারে একা
ঘাসের বালিকাদের গানে।

৩১শে মে, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৮২ ॥ যে ঘরে মায়ের হাত আজো ॥

পরাহত ধূ-ধূ মাঠ জুড়ে
নেমে আসে বিবাগী বিকাল,
জোনাকি জাগবে কিছু পরে—
তারাদের দিব্য মায়াজাল

পাতা হলে হিম অন্ধকারে
যে পথেই যাই আমি তবু
কিছুতে যাব না সেই ঘরে
যে ঘরে মায়ের হাত আজো
অগুছালো চুলে বিলি করে...

সেই ঘর ডুবেছে আঁধারে।

৬ই জুন, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৮৩ ॥ মৃত নদীগুলি... ॥

অতীতে নিমগ্ন হয়ে আছি।
ক্লাইভের বজরাটিরো আগে
যতগুলি নৌকা এই ঘাটে
ভিড়েছিল, সে সময় থেকে
কে যেন নিয়েছে কবে ডেকে—

অতীতে নিবিড় হয়ে আছি।
মৃত ঘাস, ফুল, পাতাগুলি
প্রাণ পায় ঘুমের গহনে—
প্রতি রাতে আমি পথ ভুলি।

গান গায় মৃত নদীগুলি...

৬ই জুন, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৮৪ ॥ বৎসল ॥

... পুত্র ব'লে নয়, বন্ধু ব'লে
ওকে এত টানি; ওর ত্রুটি
ঢাকি, যত পারি; মাথা তোলে
যদি ও একটু! পায় ছুটি!

...ও'ই ত, গোপাল! লুকিয়েছে
আজ সেই মূর্তি, ঢ্যাঙা হয়ে!
ভুলব তা-ব'লে, বেছে-বেছে
কত নুড়ি, কুড়িয়েছি, দোঁহে!

...পুত্র-মিত্র-দারা-সুত নয়!
গোপাল, 'বন্ধু'র নাম, হয়... ...

৮ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

৩৯

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৮৫ ।। দুই মেরু...।।

...কণ্ঠস্বর শুনে, দূরভাষে—
করতে যে চায় অনুমান
কবির অবস্থা; কবি হাসে
দেখে' তার গভীর অজ্ঞান!

...অত্যন্ত যেদিন উচ্ছ্বসিত
কণ্ঠ সেই; হয়ত সেদিনই
ভেঙেছে পা! — যেদিন স্তিমিত;
আনন্দেই রুদ্ধবাক্, ঋণী!

...ধীরের কণ্ঠের ধ্বনি — মীড় —
বোঝে কি, কখনো, যে অধীর?... ...

৮ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৮৬ ।। মানুষের প্রতি, আরশোলা উবাচ ।।

...দিন শুধু নয়, গোটা রাতও,
ক্রমশ, করছ অধিকার :
জুড়ে যায় ঘড়ির দু'হাতও —
বেরোতে পারি না, আমি আর!

...দাপাও, ঝাঁপাও, সারাদিন;
লুকিয়েই থাকি, এককোণে!
খিদে পায় খুব; শক্তি ক্ষীণ;
চেপে থাকি তবু, প্রাণপণে!

...রাতও, খাবে তুমি? এত নোলা?
কী খাবে, তাহলে, আরশোলা?... ...

৮ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৮৭ ।। রসাতল ।।

উৎসর্গ : গৌতম

...পাপ, ভেঙে পড়ছে; তবু প্রীত
হতে পারছি না, সবখানি।
আমি উত্তেজিত। আমি ভীত।
—কী চাই, তা নিজেই কি জানি!

...এতদিন জানতাম, পাপ
ঘুচলেই, বেঁচে যাব, আমি।
আমি ভাল, অন্যেরা খারাপ।
যার যা দেবার, দেবে দামই!

...আজ দেখি, পাপের চূড়ায়
লগ্ন আমি— পাহাড় গুঁড়ায়... ...

১১ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

৪০

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৮৮ ॥ চতুরঙ্গ ॥

...ডাকছে, পাপের পথে। যাবে?
— সাপিনী, জড়িয়ে ধ'রে, পা,
প'ড়ে আছে।— পদাঘাত খাবে?
—তুমি কি শচীশ? না গোরা?

...পরীক্ষা তোমার। পদাঘাতই
প্রাপ্য যার, তাকে সে-আঘাত
দিতে পার কিনা। —ওই জাঁতি
কাটে সুপুরীটি! নাকি হাত!

...সিদ্ধি সন্নিকটে! সাবধান!
—প্রলোভন, প্রকৃষ্ট প্রমাণ... ...

১১ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৮৯ ॥ অন্ধ মোষ ॥

উৎসর্গ : অমিতাভ

...নগরের পথে, অন্ধ মোষ
হাঁটে, দেখি। — ভাবি, এ-দুর্গতি
কেন ওর! — করেছিল দোষ
কোন্ জন্মে! — কার, কী-বা, ক্ষতি!

...আমিও, অমনই, কোন পাপ
করেছি নিশ্চয়। নাগরিক
এই জন্ম, তাই। অভিশাপ-
গ্রস্ত, প্রায় ওরই মত, ঠিক!

...ফিরে পাব, কবে, সেই বাদা-
বন — ঠাণ্ডা, হিম, সেই কাদা... ...

১২ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৯০ ॥ ভি[illegible]

.... পঙ্গুই কি ক'[illegible] দিতে চাও
আমাকে! — বারবার, এইভাবে
ফেল' তাই! কর্দমে নামাও—
প্রতারক, পিচ্ছিল স্বভাবে!

...কর খঞ্জ, পঙ্গুই, তাহলে!
অন্য কোনভাবে, সুগভীর
কর্মজট, না'ই যদি খোলে!
ক'রে দাও, স্থাণুই — স্থবির!

...কিংবা অন্ধ! — কেবল বধির
ক'র না, এ ভিক্ষা, এ-কবির... ...

১২ শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

৪১

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৯১ ।। অনাহত ।।

...যে-রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া ছোটে—
সেই রাস্তা পরিত্যাগ ক'রে
দু'পা কি চার-পা বেঁকে মোটে,
যেই আমি, ঢুকেছি, ভিতরে;

দেখি, গুন-গুন, গুন-গুন
সেই ধ্বনি —স্থির — বেজে যায় —
ফোটে কোন্ নিভৃত প্রসূন
কোন্ অনাহত বারান্দায়—

...বড় রাস্তা পরিহার ক'রে
যেই, দু'পা, ঢুকেছি, ভিতরে... ...

১৪ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৯২ ।। শিল্পী ।।

...কর্ণমল করে নিষ্কাশন
যে-লোক, সূক্ষ্মাগ্রে, শলাকার;
কখনো দেখি না, যে আসন
খালি তার, নেই খরিদ্দার!

...যত হোক্ বিপদসংকুল
সে-শলাকা; চোখ বুজে, চুপে,
খরিদ্দার, সেই যন্ত্রাঙ্গুল
অনুভব করে, কর্ণকূপে!

...তুমি ও-শলাকা! 'রহ রহ'
বলি, বেঁধ যখন, পটহ ... ...

১৪ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ৯৩ ।। প্রসাধন ।।

...কবিতা লিখতে হয় প্রাণ
হাতে ক'রে : জানে সব কবি।
অতি তীব্র তার অভিমান —
যে-রমণী, কবিতার দেবী।

... দেখেছ, কখনো, তার হাসি —
অতি সুমধুর, সুচিক্কণই?
বুঝেছ, রাঙায়, সর্বনাশী
কীসে তার অধর, সৃক্কণী?

...ব্যর্থ কবিদের রক্তধারা—
ছুঁয়েছিল চরণ, যাহারা... ...

১৪ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৯৪ ॥ পোকা ॥

আলো দেখে' পোকাগুলি আসে
পৃথিবীর অন্ধকার থেকে
আলো তবু ভালবাসে তারা
আমাকে যে কেন ঘিরে থাকে
সারাদিন রাতের প্রহরা...

আমার টেবিলে জ্বলে মোম,
কেন আমি নামাই আঁধার?
আমাকেও পোকা কর, তবে
হয়ত আলোর পথে আমি
কোনদিন ফিরিব আবার...

১০ই জুন, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৯৫ ॥ ভৃগু : কোমল গান্ধার ॥

জেনেছিল রেলপথ এক
থেমে গেছে যেতে-যেতে কবে—
ঘরের পথটি তাই আজ
হারিয়েছে গোপনে, নীরবে

ছিল এক ইস্টিমার আর
বাড়ী-ফেরা ছিল ছুটি হলে
বাড়ী আজ অন্ধকারে ঢাকা
চিতা তবু দাউ-দাউ জ্বলে...

ভিতর-বাহির জুড়ে ধূধূ—
ভৃগু পোড়ে নিজেরি অনলে।

১০ই জুন, ২০১০, বেঙ্গালোর ॥

দশপদী : ৯৬ ॥ কাঙাল ॥

...একদল মেয়ে, তাড়াহুড়ো
ক'রে ছোটে; অকালপক্কতা
কেশের, আমাকে করে বুড়ো;
বাড়ে কিছু, বিশ্বাসযোগ্যতা।

... সে-কারণে, যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ
হয়ে পড়ি তাদের, আমিও।
বলে তারা, এমন সনিষ্ঠ
নয় কারও, ভাসুর; স্বামীও!

...স্বামী, বা ভাসুরও নয়; ছেলে
হতে চাই, কাঁখে ঠাঁই পেলে... ...

১৪ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

৪৩

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ৯৭ ॥ মোক্ষ ॥

...কবুতর, মৈথুনপ্রত্যাশী,
সতত, ফুলিয়ে গলা, ধায়—
কবুতরীদের পাশাপাশি
ঘোরে, নাচে, পৌরুষ দেখায়।

...আবার, এমনও মন্দা কিছু
আছে, যারা করে বক্‌বকম্—
ফেরে না মাদীর পিছু-পিছু;
নিজে দেখে নিজের রকম।

...কবি সে; সে প্রকৃত পুরুষ;
পরজন্মে, হবেই মানুষ... ...

১৫ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৯৮ ॥ অদ্য ভক্ষ্য...॥

... কে যে কোন্ পদ ভালবাসে
অধিক; সহজে বোঝা যায়
এই দেখে', গেলে কী গোগ্রাসে—
আর কী সে, সর্বশেষে, খায়!

...গিলে যেতে হয়, গোগ্রাসেই,
সংসার, সমাজ, সর্বক্ষণ!
কিন্তু অন্তর্যামী জানে, সেই
পদগুলি শেষ ক'রে, কোন্

পদটিরে, রেখেছি বাঁচিয়ে —
না-চেখে যা, উঠব না, আঁচিয়ে ... ...

১৬ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ৯৯ ॥ অক্ষমতা ॥

...একদিন, আকাশের পায়ে
লিখিত, দেখেছি, তোমাকেই!
আজ দেখি, কবে, পায়ে-পায়ে
এসেছ ভূমধ্যে নেমে, এই।

...ফুটে ওঠ, মহাকবিতার
শিরোধার্য চরণ-সমান।
আমি, আজ্ঞাবহ, লিপিকার—
লিখে রাখি, সেই মহাদান।

...দৃষ্টি ক্ষীণ — অস্পষ্ট অক্ষর —
ক্ষমা ক'র ত্রুটি — পাঠান্তর ... ...

১৮ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

১০০ ॥ পুরস্কারদাতার প্রতি ॥

...ভাল দাবা খেলিয়াছি ব'লে
দাও যদি, কোন পুরস্কার —
টুর্নামেন্টে; সহর্ষে, অঞ্চলে
বেঁধে নেব তাহা, শতবার।

...এমনকী, গল্পও লিখিবার
জন্য, যদি ফেলে' দাও, কোলে—
ইনাম — আশরফী — আকব্বার;
'তোবা, তোবা' রবে, যাব গ'লে!

...কিন্তু, পুরস্কার, কবিতার?
—তোমার, নেই সে-অধিকার... ...

১৮ই শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

১০১ ॥ মেয়াদ ॥

...পাগল প্রত্যেকে। শুধু শক্-
ট্রিটমেন্ট, সবার, কেন যেন,
হয়নি, ততটা, কবি-হেন।
হংসই সে তবে? নাকি বক?

...যুধিষ্ঠির, যেমন, নরক
ছেড়ে, কোন স্বর্গীয় উদ্যানও
শ্রেয় ব'লে, করেননি জ্ঞানও;
কবিও, তেমনই কুরুবক-

হাতে, পদ্মপাণিটির প্রায় —
প'ড়ে আছে, পাগলখানায়... ...

২১শে শ্রাবণ, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

১০২ ॥ পূজা ॥

...উৎসবও, তার, উপদ্রব—
ঘরে যার, নিত্যই, উৎসব!
তিথিবিশেষের কলরব,
কোলাহল — অর্থহীন সব!

...অর্থময়, এই তিথিকাল,
তবু, তার কাছে। কী-দামাল
হতে পারে, তারই গোপাল —
খেতে পারে, কত টক, ঝাল—

কত রূপে! — দেখে সে, এ-কালে!
পাকায় নাড়ুও, টকে-ঝালে ... ...

২৬শে শ্রাবণ,, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

৪৫

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ১০৩ ।। পিছুটান ।।

...কবিতা, স্বয়ং, অশুদ্ধতা;
যত শুদ্ধ বাক্-ব্যবহার
কর তুমি, কবি! — কিছু কথা
না-লিখে, তোমার, নেই পার!

...পারই, বিশুদ্ধতা। ওই পারে
যে থাকে, সে কখনো, কবিতা
লিখিবে না, কোন দরকারে।
—বনানী সে, চিরছায়াবৃতা।

...পা-রেখে ও-পারে, পিছু ফিরে
ঠেলা দাও, ভাষা-ভেলাটিরে ... ...

১লা ভাদ্র, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ১০৪ ।। ব্যুৎপত্তি ।।

...'সুখ' অর্থ 'সু খ', অর্থ 'ভাল
আকাশ'; 'দুঃখ'ও, অনুরূপে
'খারাপ আকাশ'; মেঘ কালো
হয় যবে, ঢাকে জ্ঞান-ধূপে।

...আনন্দই, জ্ঞানের প্রমাণ।
সুখ, আনন্দের, ভ্রষ্টাচারে
লিপ্ত সেই জারজ সন্তান—
পিতৃস্মৃতি লুপ্ত, একেবারে।

...পিতৃছাঁদ, তবু, তার মুখে
দেখে', লোকে থাকতে চায়, সুখে... ...

১লা ভাদ্র, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

দশপদী : ১০৫ ।। নারদীয় ভক্তিসূত্র ।।

...মূকান্ধবধিরবৎ স্বাদ
পেয়েছি তোমার, আমি, জিভে।
ঘুচে গেছে, সব পরমাদ।
জঠর-অনলও, গেছে নিভে।

...জানি না তোমার রূপ, নাম;
কী ক'রে বোঝাই, অভাজনে!
—ইঙ্গিত, ইশারা, অবিশ্রাম
ক'রে চলি — কে বোঝে! কে শোনে!

...জগৎ ক্ষুধার্ত; একা আমি
তৃপ্ত! — হায়, কী পরীক্ষা, স্বামি!... ...

৪ঠা ভাদ্র, ১৪১৬, কলিকাতা ।।

৪৬

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ১০৬ ॥ অ্যাসিমটোট্ ॥

... শাক্ত আমি; নিজেকে বলি ত
দিয়েছি সমূহ, সেই কবে!
...ভক্ত আমি; পূর্ণবিভাজিত
জ্ঞান-খড়্গে — হরে আর লবে!

...লব সর্বদাই এক; হর
ক্রমে-ক্রমে, ছোট হতে-হতে
একই হয় যবে; ভক্তবর
লুপ্ত হয়, পূর্ণ জ্ঞানস্রোতে।

...আরও ছোট হয়ে, শূন্য হলে,
উদিত অসীম, দিগঞ্চলে... ...

৭ই ভাদ্র, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ১০৭ ॥ সন্ত ॥

...কেউ তানসেন হতে চায়;
কেউ হরিদাস। যে-সাধনা
যার, সে তেমন সিদ্ধি পায়।
উভয়ের, তুলনা ক'র না।

...আছে কিছু কাজ, উভয়েরি,
ধরাধামে। অবতীর্ণ তাই
হয়েছে ইহারা। তূরী-ভেরী
নিয়ে কেউ; কেউ, একেলাই।

...একাকী যে, গাঁথবে না ছিপে
মাছ; — যাবে, মৎস্যের সমীপে... ...

১১ই ভাদ্র, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

দশপদী : ১০৮ ॥ ফোনসভ্যতার বিরুদ্ধে ॥

...একাকীই একাকীর দেখা
পায়। তুমি তেমন একা কি?
হয়েছে সে মহাশিল্প শেখা?
থেমে হাঁকাহাঁকি, তাকাতাকি?

... বেজে ওঠে ফোন। যাও, ধর;
ব'লে দাও, যাবে না সভায় —
একটি বিরহ আজ বড়
হয়ে উঠে, ঢাকুক, সবায়।

...আজ, তার সাথে, আলাপন —
যে কখনো, করবে না, ফোন ... ...

১১ই ভাদ্র, ১৪১৬, কলিকাতা ॥

৪৭

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

দশপদী : ১০৯ ।। কাঁহাক পথিক কাঁহা ।।

দীপগুলি ভেসে যায়, দেখি—
ধীরে-ধীরে —নদীর শরীরে...
পাখীগুলি ভেসে যায় ক্রমে
আকাশ পেরিয়ে, আরো দূরে...

পথগুলি অন্ধকারে ভাসে—
অন্ধকার পথে ভাসে একা
নিরালোক পথিক উদাসী...
ফেলে-আসা পথে-পথে তার
ঠিকানার বিপরীত মুখে
বেজে চলে ভাসানের বাঁশী ।।

১৬ই এপ্রিল, ২০১০ বেঙ্গালোর।।

দশপদী : ১১০ ।। ভাল আছি ।।

ভাল আছি, এই কথা ছাড়া
কিছুই বলার নেই আর
দুঃখে ও সুখে ভাল আছি
ছোট এই জীবনে আমার...

ব্যথাগুলি সয়ে ভাল আছি,
ভাল আছি তোমাদের সাথে—
বহু ঋণ রয়ে গেছে, তবু
তারাদের চিঠি পাই রাতে...

ভাল আছি, তাই করি গান—
ভাল থাকা পরম নির্বাণ।

১৭ই জুন, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

দশপদী : ১১১ ।। কাজ ।।

কাজ নিজে খুঁজে নিতে হয়
তার সব প্রিয় কাজগুলি
শিশুরা যেমন খুঁজে নিয়ে
ভুলে যায় বাকী এ জগৎ...

হয়ত সে কাজখানি তার
ধুলা নিয়ে খেলা সারাদিন,
তবু তার স্পর্শ পেয়ে দেখি
ধুলা আজ কেমন রঙীন...

'কী হবে এসব কাজ ক'রে?'—
ভুলে যাও, এস খেলাঘরে...

৫ই জুলাই, ২০১০, বেঙ্গালোর ।।

... গ্রন্থ সমাপ্ত ...

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□

এই গ্রন্থের

□,□,□,□□,□□,□